সমকাল

তারিখ 21 JUL 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত সাইবার চক্রের সন্ধান আটক ৬

■ সাব্বির নেওয়াজ

বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত একটি 'সাইবার চক্রের' সন্ধান পেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শক্তিশালী এ চক্রের সঙ্গে কয়েকটি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা শাখার কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততার প্রমাণও মিলেছে। এরই মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা রাজধানী থেকে এই চক্রের ৬ জনকে আটক করেছে। এ ছাড়া কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বাইরে চলে যাওয়ার সঙ্গে জড়িত কয়েক কর্মকর্তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রশ্ন ফাঁসকারী সাইবার চক্রের সদস্যদের সঙ্গে ওই কর্মকর্তাদের যোগসাজশের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর দায়ে এরই মধ্যে ওই শিক্ষা বোর্ডের ৬ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে শিগগিরই বিভাগীয় মামলা করা হচ্ছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। এ ছাড়া ঢাকার বাইরের আরও চারটি শিক্ষা বোর্ডের এক ডজন সন্দেহভাজন কর্মকর্তাকে নজরদারির মধ্যে রাখা হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম ও অনলাইনে গত দুই বছরে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন সম্পূর্ণ হুবহু অথবা আংশিক মিলে যাওয়ার পর বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের নিয়ে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে র‍্যাব ইনটেলিজেন্স, এসবি, ডিবি, সিআইডি ও রাষ্ট্রীয় অন্য দুটি গোয়েন্দা ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত সাইবার

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

সংস্থার সদস্যরা রয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ নিজেই এ কমিটির কার্যক্রম তদারক করেন। এ কমিটির অনুসন্ধানেই প্রশ্ন ফাঁসকারী সাইবার চক্রের সন্ধান মিলেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, সম্প্রতি শেষ হয়ে যাওয়া এইচএসসির একটি কথিত প্রশ্নপত্র ফেসবুকে আপলোড করার পর এ নিয়ে অনুসন্ধান শুরু হয়। একই সময়ে গত ৯ জুন কারিগরি বোর্ডের পরপর দুটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। এর পরই এ চক্রের সন্ধান মেলে। ১৬ জুলাই রাজধানীর ডেমরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই চক্রের ৬ জনকে আটক করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। ডিবির উপকমিশনার মুনতাসিরুল ইসলাম বলেন, কয়েক দিন নজরদারির পর নিশ্চিত হয়ে এ সাইবার দলকে আটক করা হয়। তারা উচ্চ মাধ্যমিকের প্রশ্ন ফাঁস, উত্তরপত্র জালিয়াতি এবং ফেসবুক ও মোবাইল ফোনে তা ছড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তিনি জানান, প্রশ্নপত্র নিয়ে এ 'সাইবার অপরাধ' দলের প্রধান হোতা রায়হান চৌধুরী। তিনিও আটক হয়েছেন। 'ড্যান ব্রাউন' নাম নিয়ে তিনি সাইবার অপরাধ চালিয়ে আসছিলেন।

জানা গেছে, গত বছর ও এ বছর বেশ কয়েকটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। তার সঙ্গে এ চক্রটি জড়িত। গত বছর এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হলে ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা দ্বিতীয়বার নিতে বাধ্য হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ পরীক্ষা ছাড়াও আগের রাতে ফেসবুকে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ পাওয়া যায় প্রাথমিক সমাপনী, জেএসসি ও এসএসসিতেও। এ বছরও এইচএসসির হিসাববিজ্ঞান দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষার আগের রাতে ফেসবুকে ফাঁস হওয়া নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন হাতে আসে, যা পরে পরীক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

জড়িত কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একটি চক্রও : প্রশ্নপত্র ফাঁস ও তা অনলাইনে ছড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে জড়িত কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একটি চক্রও। এরই মধ্যে চক্রের কয়েকজনকে চিহ্নিত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ওই চক্রের সঙ্গে পুলিশের হাতে আটক হওয়া 'ড্যান ব্রাউন' চক্রের যোগসাজশ রয়েছে বলে ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে। এ জন্য কারিগরি বোর্ডের ওই চক্রটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাদের অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানায়, গত ২৯ জুন সকাল ১০টা থেকে কারিগরি বোর্ডের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং সপ্তম পর্বের সমাপনী পরীক্ষার 'ডিজাইন অব স্ট্রাকচার-২' এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগের দিন প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটে। এরপর পরীক্ষা স্থগিত করে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। এর পরই অনুসন্ধান শুরু হয় এ নিয়ে। এ ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠন করা তিন সদস্যের তদন্ত কমিটির অন্যতম সদস্য ও উপসচিব (কারিগরি-২) সুবোধ চন্দ্র ঢালী সমকালকে বলেন, তারা তদন্তকালে জানতে পারেন, কারিগরি বোর্ডের অধীনে এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ের প্রশ্নপত্র বিজি প্রেসে ছাপা হলেও অন্যান্য স্তরের প্রশ্নগুলো বোর্ডের অভ্যন্তরীণ প্রেসে ছাপানো হয়। এ ছাড়া পরীক্ষা শাখায় অনেক অনিয়ম ও ত্রুটি পাওয়া গেছে। প্রশ্ন ছাপানোর শাখা যতটা সংরক্ষিত ও গোপনীয়তা থাকার কথা তার ব্যত্যয় ঘটেছে। কর্মকর্তাদের অবহেলা ও দায়িত্বহীনতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই কর্মকর্তা জানান, তাদের তিন সদস্যের কমিটি হলেও টেকনিক্যাল বিষয়ের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পরিচালক পর্যায়ের একজনের সহায়তা নেওয়া হয়। তদন্ত কমিটির অন্য এক কর্মকর্তা বলেন, গাজীপুর থেকে একজন ফেসবুকে প্রশ্ন আপলোড করেছে, তাকে শনাক্ত করতে পেরেছে তদন্ত কমিটি। জানা গেছে, তদন্ত কমিটি চার দিন কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে অনুসন্ধান চালিয়ে ৬ জুলাই বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে প্রতিবেদন জমা দেয়। এর পরই ৯ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। বদলি করা হয় বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মীরকে। তাকে ঢাকা কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালক আর উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (গোপনীয়) শেখ মুফিজুর রহমানকে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে সংযুক্তি দেওয়া হয়েছে। বোর্ডের পরিচালক (কারিকুলাম) মো. আবদুর রাজ্জাককে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ হিসেবে বদলি করা হয়েছে। এ তিনজনসহ মোট ৬ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, দায়িত্বহীনতা ও অবহেলার জন্য কারিগরি বোর্ডের আরও অন্তত দুই ডজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অন্যত্র বদলি করা হবে।

উপসচিব সুবোধ চন্দ্র ঢালী জানান, ভবিষ্যতে প্রশ্নপত্র ফাঁস এড়াতে তদন্ত কমিটি তিনসেট প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সুপারিশ করেছে। এ ছাড়া প্রশ্নপত্র তৈরির কম্পিউটারে ইউএসবি পোর্ট বিচ্ছিন্ন ও প্রিন্টার উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে স্থানান্তর এবং সিসি ক্যামেরা দিয়ে পুরো কার্যক্রম মনিটর করার সুপারিশ করা হয়।